বাংলাদেশ আরবান ফোরাম নিউজলেটার
Bangladesh Urban Forum Newsletter
বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক
সংখ্যা ২, বর্ষ ৩, জুন ২০১৪ • জ্যৈষ্ঠ ১৪২১

ফোরাম সচিবালয় থেকে

সবাইকে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ! ২য় বাংলাদেশ আরবান ফোরামের সম্মেলন অনুষ্ঠান আয়োজনে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের সকল সদস্য, ক্লাস্টারসমূহের প্রস্তুতি থাকলেও এখনও আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। আমরা আশা করি, সবার অংশগ্রহনে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের ২য় সম্মেলন অনুষ্ঠান ২০১৪ সালেই কোন একটি সুবিধাজনক সময়ে আয়োজন করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে ১ম সম্মেলন-এর ন্যায় এবারও এ আয়োজনে সবার অকুণ্ঠ সমর্থন অব্যাহত থাকবে।

দ্রুত নগরায়ণের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে পরিকল্পিত নগরায়ণ ও সঠিক নগর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে জাতীয় উন্নয়নের ধারাকে টেকসই করার জন্য নগরায়ণ নীতিমালা প্রনয়ণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ নগরায়ণ নীতিমালা ২০১৪ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মতামত আহবান করে। বাংলাদেশ আরবান ফোরাম নগর উন্নয়নের স্বার্থে মত বিনিময়ের একটি বহুমাত্রিক প্লাটফরম হিসেবে স্বার্থ সংশ্লিস্ট এবং বিইউএফ ক্লাস্টার সদস্যসমূহের অংশগ্রহনে গত ২৬ শে মে ২০১৪ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স এবং ইউএনডিপি'র সহযোগিতায় বিআইপি মিলনায়তনে একটি মত বিনিময় সভার আয়োজন করে। পাশাপাশি, ইমেইল এবং ওয়েবসাইটেও মতামত প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ পাঠানো হয়। প্রাপ্ত মতামতসমূহ বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগ এর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরন করা হয়। আমরা আশা করি, নগরায়ণ ও সঠিক নগর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে 'নগরায়ণ নীতিমালা ২০১৪' অচিরেই সরকার গ্রহন করে এর বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করবে ।

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় আনন্দের সাথে জানাচ্ছে যে, ইউএনডিপি বাংলাদেশ-এর আনুকূল্যে সচিবালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অফিস আসবাব এবং উপকরনাদি ৬২ পশ্চিম আগারগাঁওস্থ এলজিইডি ঢাকা অফিস ভবনের ১০ ম তলায় সরবরাহ করা হয়েছে এবং এ মাসের মধ্যেই আরো প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরনাদি সরবরাহ সম্পন্ন হবে। এ মাস থেকেই বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় কার্যালয় আইডিবি ভবন থেকে ৬২ পশ্চিম আগারগাঁওস্থ এলজিইডি ঢাকা অফিস ভবনের ১০ ম তলায় স্থানান্তর এবং পূর্ন উদ্যমে কাজ শুরু করবে ।

সবাইকে বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়ে আমন্ত্রন ।

সম্ভাব্য বিস্তারিত কর্মসূচী জানতে নিয়মিত ভিজিট করুন
www.bufbd.org
facebook.com/ BangladeshUrbanForum
E-mail : buf@bufbd.org
secretariat@bufbd.org

নগরায়ণ নীতিমালা ২০১৪ এর উপর আলোচনা

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়ণের প্রেক্ষাপটে পরিকল্পিত নগরায়ণ ও সঠিক নগর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে জাতীয় উন্নয়নের ধারাকে টেকসই করার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ নীতিমালা প্রনয়ণ প্রক্রিয়া চলছে। এই খসড়া নীতিমালা ২০১৪ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মতামত আহবান করা হয়। সেই লক্ষ্যে, বাংলাদেশ আরবান ফোরাম এই ক্ষেত্রের অংশীদারদের অংশগ্রহনে গত ২৬ শে মে ২০১৪ বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি) এবং ইউএনডিপি'র সহযোগিতায় বিআইপি মিলনায়তনে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিআইপি সভাপতি প্রফেসর গোলাম রহমান এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। খসড়া নীতিমালার উপর মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জনাব জনাব প্রফেসর নুরুল ইসলাম নাজেম। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রফেসর আকতার মাহমুদ, সাধারন সম্পাদক, বিআইপি এবং জনাব মোস্তফা কাইয়ুম খান, বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়।

১লা জুন ২০১৪ থেকে বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয় এর পূর্ণাঙ্গ কার্যালয় আইডিবি ভবন হতে আগারগাঁওস্থ এলজিইডি ঢাকা জেলা নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় (৬২ পশ্চিম আগাঁরগাও, ঢাকা ১২০৭) ভবনের ১০ তলায় স্থানান্তরিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবাইকে উপরের ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হল। buf@bufbd.org, secretariat@bufbd.org, ফোন ঃ ০১৭১৪ ১৩৪৩৪৫, ০১৮২৯০০১০৭৮

সূচিপত্র

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম নিউজলেটার
সংখ্যা ২, বর্ষ ৩, জুন ২০১৪ । জ্যৈষ্ঠ ১৪২১

ফোরাম সচিবালয় থেকে
১ মিট দ্য পিপল প্রোগ্রাম
নগরায়ণ নীতিমালা ২০১৪ এর উপর আলোচনা
বাজেট ২০১৪-১৫ সবুজ রক্ষায় কর
প্রকৃতির ক্ষতি করে এমন খাতে অর্থায়ন নয় ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর
২ পরিবেশের ক্ষতিকারক সাত প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
বই পরিচিতি
শহুরে বস্তিবাসী শিশুদের জন্য আরও অনেক কিছু করা প্রয়োজন
৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হল সাইকেল র‍্যালী
পরিবেশ পদক ২০১৪
৩ ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন এবং জাইকা'র আয়োজনে স্বেচ্ছাসেবীরা শহরের পরিবেশ রক্ষায় জনসচেতনতা বাড়াতে কাকরাইলে রাস্তা পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম।
নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন পাবলিক স্যানিটেশনের উদ্যোগ
৪ পরিকল্পিত মেগা ঢাকা ঃ কতদূর
খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ১১ নং ওয়ার্ডের খালিশপুর পিপলস পাঁচতলা কলোনী
৬ পরিবেশগত স্বাস্থ্য সংরক্ষণে নবলোক প্রচেষ্টা
পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে বসবাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়ার আহবান
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ-এর মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এখন iPhone এবং Windows ফোনে
৭ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৪ উদযাপন উপলক্ষে জামালপুর পৌরসভার জনসচেতনতামূলক প্রচারণা
পরিবেশ বিষয়ক শ্লোগান প্রতিযোগিতা ২০১৪-এর ফলাফল (শ্লোগান এবং বিজয়ী প্রতিযোগীর নাম)
৮ নোটিশ বোর্ড
ফেসবুক কর্নার

মিট দ্য পিপল প্রোগ্রাম

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রতি মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার সর্ব সাধারণের সাথে মতবিনিময় করেন। যে কোন ব্যক্তি বা উদ্যোক্তা পরিবেশ/ পরিবেশ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট যে কোনো সমস্যা/ অভিযোগ/পরামর্শ (ছাড়পত্র/পরিবেশ দূষণ) ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য উল্লিখিত সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

দিন ঃ প্রতি মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার
সময় ঃ সকাল ১১:০০ টা
স্থান ঃ চামেলি সম্মেলন কক্ষ, পরিবেশ অধিদপ্তর। www.doe-bd.org

বাজেট ২০১৪-১৫
সবুজ রক্ষায় কর

পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন ও পণ্য নিশ্চিত করতে আগামী অর্থবছরের বাজেটে সারচার্জ বসানো হয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠানে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ইটিপি) না থাকলে ঐ কোম্পানির উৎপাদিত সব পণ্যের মূল্যের উপর ১ শতাংশ হারে সুরক্ষা সারচার্জ বা গ্রীন ট্যাক্স বসানোর প্রস্তাব করা হয়েছে এই বছরের বাজেটে। উদাহরণ দিয়ে বলা যেতে পারে, একজন ডাইং কারখানার মালিক এক কোটি টাকার রং করা কাপড় বিক্রি করতে চান। কিন্তু কারখানায় শিল্পবর্জ্য শোধনাগার না থাকলে তাঁকে দর হাঁকতে হবে এক কোটি এক লাখ টাকা। কেননা এক কোটি টাকা বিক্রয়মূল্যের ওপর ১ শতাংশ হারে সারচার্জ দিতে হবে, যার পরিমাণ হবে এক লাখ টাকা। আর বিক্রেতা হিসেবে ওই টাকা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর) জমা দেবেন তিনি। তবে যেসব শিল্প কারখানায় শিল্পবর্জ্য শোধনাগার আছেম, সেই শিল্পমালিক একই ধরনের একই পরিমাণ পণ্যকে কোটি টাকায় বিক্রি করতে পারবেন। ওই মালিকের ওপর সারচার্জ আরোপ করা হবে না।

প্রকৃতির ক্ষতি করে এমন খাতে অর্থায়ন নয় ঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর

প্রকৃতি ও পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন কোনো খাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন না করার পরামর্শ দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আতিউর রহমান। রাজধানীর মিরপুরে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে গ্রিন ব্যাংকার সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আতিউর রহমান এ পরামর্শ দেন। খবর বাসসের। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরী, ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স করপোরেশনের (আইএফসি) বাংলাদেশের আবাসিক ব্যবস্থাপক কাইল কেলহুফার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্বালানি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সাইফুল হক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে ব্যাংকের অর্থায়নের মাধ্যমে যেন গাছ কাটা, পুকুর, নদী ও খাল ভরাট না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখার পরামর্শ দিয়ে বলা হয়, পরিবেশবান্ধব ব্যবসা, প্রযুক্তি ও পণ্যে অর্থায়নের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। এখন পরিবেশবান্ধব খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে ব্যাংকগুলোকে খাতভিত্তিক আলাদা আলাদা নিজস্ব ঋণ নীতিমালা তৈরী করতে হবে। (সূত্র ঃ দৈনিক প্রথম আলো)

পরিবেশের ক্ষতিকারক সাত প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

পরিবেশের ক্ষতি করায় ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের সাতটি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এক কোটি ৬০ লাখ টাকা জরিমানা করেছে পরিবেশ অধিদপ্তর। পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) মো. আলমগীর শুনানি নিয়ে দূষণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই জরিমানা করেন। ঢাকার তেজগাঁও শিল্প এলাকার স্পেশাল ওয়াশিং প্ল্যান্ট লিমিটেড, হ্যামস ওয়াশিং লিমিটেড, শান্তা ওয়াশিং প্ল্যান্ট এবং ওয়াশ পয়েন্ট লিমিটেডকে ছয় লাখ ৭৫ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়। সাভারের টনিমা নিট কম্পোজিট লিমিটেডকে ৬৮ লাখ ২৪ হাজার টাকা, নতুন ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াজাত অঞ্চলে (ডিইপিজেড) অবস্থিত এলএসআই ইণ্ড্যাষ্ট্রিজ লিমিটেডকে ৪৫ লাখ টাকা, নারায়ণগঞ্জের ভুলতায় অবস্থিত পদ্ম ব্লিচিং অ্যান্ড ডাইং লিমিটেডকে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। (সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো)

সেভ দ্য চিলড্রেন এর গবেষণা ঃ
শহুরে বস্তিবাসী শিশুদের জন্য আরও অনেক কিছু করা প্রয়োজন

যদিও বাংলাদেশ শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস ও প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের সুযোগ বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, তবুও এসব ক্ষেত্রে এখনও অনেক কিছু করার আছে বলে মনে করছেন সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর মাইকেল ম্যাকগ্রাথ। শহরের বস্তিতে বসবাসকারী শিশুরা তুলনামূলকভাবে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্নমুখী সেবা থেকে উপেক্ষিত থাকে। বাংলাদেশের শহরের বস্তির শিশুরা যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়, সেভ দ্য চিলড্রেন শিশুদের সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য জোরালো ভূমিকা ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে আগ্রহী।

সাম্প্রতিককালে সেভ দ্য চিলড্রেন 'নগরায়নের প্রবণতা ও শিশুদের উপর প্রভাব' এবং 'রাজধানীর নির্বাচিত পাঁচটি বস্তির অবস্থা বিশ্লেষণ' শীর্ষক দুটি গবেষণা পরিচালনা করে।সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজ এবং দ্য নিলসেন কোম্পানী বাংলাদেশ এই গবেষণা কর্ম দু'টি সম্পাদনা করে। গত ২২ মে ২০১৪ সকাল ৯টায় রাজধানীর স্প্রেকট্রা কনভেনশন সেন্টারে গবেষণা প্রতিবেদন দুটি উপস্থাপন করা হয়।যেখানে সুশীল সমাজ, দাতা সংস্থা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, কর্পোরেট সেক্টরের প্রতিনিধি, গবেষণা সংস্থা, ইউএন এজেন্সী, সরকারী প্রতিনিধিসহ প্রায় ১৫০ জনের বেশী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে।

৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হল সাইকেল র‍্যালী

BDCyclists

পরিবেশ পদক ২০১৪

পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দূষণনিয়ন্ত্রণে অবদান রাখায় এ বছর জাতীয় পরিবেশ পদকের জন্য মনোনীত হয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মো. খবির উদ্দিন। ৫ জুন রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে প্রধনমন্ত্রী শেখ হাসিনা খবির উদ্দিনের হাতে এ পদক তুলে দেন। খবির উদ্দিন ২০০৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশমাইল এলাকায় বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করে গৃহস্থালির কঠিন বৈজ বর্জ্য ব্যবহারের মাধ্যমে গ্যাস উৎপাদন করা হচ্ছে।

বই পরিচিতি

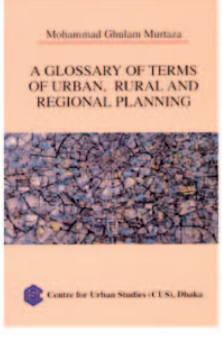

A Glossary of Terms of Urban, Rural and Regional Planning

নগর গবেষণা কেন্দ্র (Centre for Urban Studies - CUS) কর্তৃক 'A Glossary of Terms of Urban, Rural and Regional Planning' শিরোনামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। এ বইটির লেখক খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা ডিসিপ্লিনের প্রফেসর ডঃ মোঃ গোলাম মরতুজা। বহু বিষয়ের সংমিশ্রনেই নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা। এ সব বিষয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা (Terms) সম্পর্কে সম্যক ধারনা থাকা প্রয়োজন। নগর, গ্রামীণ ও অঞ্চল পরিকল্পনায় শিক্ষার্থী, গবেষক ও উন্নয়নকর্মী – সকলের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে প্রফেসর মরতুজা আলোচ্য বইটি লিখেছেন। সর্বমোট ২৯৪ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে বহুল প্রচলিত পরিভাষাসমূহকে সহজ ভাষায় তিনি বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। বইটি কভারের পাতা প্রতিথযশা শিল্পী কাজী সালাউদ্দীন আহম্মেদের আঁকা 'Utter Chaos' শীর্ষক চিত্রকর্মটি সংযোজন করা হয়েছে। বিশিষ্ট নগর গবেষক প্রফেসর নজরুল ইসলাম বইয়ের কভারের পাতা ডিজাইন করেছেন। বইটির মূল্য তিনশত টাকা। লেখক প্রফেসর মরতুজার ই-মেইলে (smgmurtaza@gmail.com) যোগাযোগ করে বইটি সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ আরবান ফোরামের (বিইউএফ) ন্যাশনাল পলিসি অ্যাডভাইজার মি. মোস্তফা কাউয়ুম খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে ভিডিওর মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন সেভ দ্যা চিলড্রেনের কান্ট্রি ডিরেক্টর মাইকেল ম্যাকগ্রাথ। বক্তব্য রাখেন সেভ দ্যা চিলড্রেনের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর কাজী গিয়াস উদ্দিন, এডুকেশন ডিরেক্টর এলিজাবেথ পিয়ার্স প্রমূখ। 'নগরায়নের প্রবণতা ও শিশুদের উপর প্রভাব' গবেষণা প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন দ্য নিলসেন এর ম্যানেজার একেএম ফজলুর রহমান এবং 'রাজধানীর নির্বাচিত পাঁচটি বস্তির অবস্থা বিশ্লেষণ' গবেষণা প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন সেভ দ্যা চিলড্রেনের "শিশুদের জন্য" প্রোগ্রামের ডিরেক্টর ডা. শাহানা নাজনীন। বস্তিতে বসবাসকারী পরিবারগুলো কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় এবং এসব পরিবারের উন্নয়নের জন্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলো কী কী কাজ করেছে তা এই গবেষণা দু'টিতে উঠে এসেছে।

গবেষণা প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে সেভ দ্য চিলড্রেন ঢাকার বস্তিবাসী শিশুদের প্রয়োজনীয় উন্নয়নের জন্য নিজস্ব আরবান প্রোগ্রামের পরিসর বৃদ্ধি এবং চাহিদা অনুযায়ী নতুন প্রোগ্রাম হাতে নেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণ তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেন এবং সেভ দ্য চিলড্রেনকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশ এবং অংশগ্রহণকারীদের সার্বিক মতামতের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, রাজধানীর বস্তিসমূহে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করা সহস্রাধিক এনজিওর নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ধারণাগুলোর মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি - বস্তিবাসী শিশুসহ সকলের জীবনমান উন্নয়নে দ্রুত সুফল বয়ে আনবে। এর জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলোকে একই প্লাটফরমে একত্রিত হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন এবং জাইকা'র আয়োজনে স্বেচ্ছাসেবীরা শহরের পরিবেশ রক্ষায় জনসচেতনতা বাড়াতে কাকরাইলে রাস্তা পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহন করেন । ছবি: জাইকা ফেসবুক পেজ।

গবেষণাপত্রের উল্লেখযোগ্য অংশ

- বস্তিবাসী মানুষেরা প্রতিনিয়ত উচ্ছেদ ও অগ্নিকান্ডের আতঙ্কে ভুগছেন। এদের ২৫ শতাংশ গত ১০ বছর ধরে কয়েকবার উচ্ছেদ হয়েছেন এবং এখনো উচ্ছেদ আতঙ্কে আছেন। একই সময়ে ৪৫ শতাংশ বস্তিবাসী কয়েকবার অগ্নিকান্ডের শিকার হয়েছেন।
- গবেষণাভুক্ত বস্তিবাসী পরিবারের মধ্যে প্রায় ৯২ শতাংশ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে যাদের মাসিক আয় দৈনিক ৪ ডলারেরও কম।
- রাজধানীর বস্তিতে বসবাসকারী কন্যাশিশুদের ৮০ ভাগ বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে।
- গবেষণায় দেখা গেছে, ৪২ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ে পড়াশোনা এবং তাদের মধ্যে ৩৭ শতাংশ নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়া করে। বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুর পরিমাণ ২৪ শতাংশ।
- বস্তিতে বসবাসকারী জরীপভুক্ত পরিবারের কর্মজীবী শিশুদের মধ্যে শতকরা ১২ ভাগ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে জড়িত। এসব শিশুদের ১১ শতাংশ দৈনিক ১৩ থেকে ১৫ ঘন্টা, ৪০ শতাংশ ১১ থেকে ১২ ঘন্টা ও ৩২ শতাংশ ৯ থেকে ১০ ঘন্টা কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে।
- ২০০৪ সাল থেকে সরকার জন্ম সনদ নেওয়া বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে। কিন্তু এই জন্ম সনদ নেয়ার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে আছে বস্তির শিশুরা। গবেষণায় খানা জরীপের মাধ্যমে দেখা গেছে, প্রায় ৬৩ শতাংশ শিশুর জন্ম সনদ নেই। এদের মধ্যে ২৭ শতাংশ টাকা খরচের ভয়ে জন্ম সনদ নেয় না। আবার যে সকল শিশুদের জন্ম নিবন্ধন করা হয় না, তাদের অভিভাবকদের ৪১ শতাংশ বিষয়টির গুরুত্ব বোঝেন না এবং ৩২ শতাংশ জানেন না কিভাবে নিবন্ধন করা হয়।

নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন পাবলিক স্যানিটেশনের উদ্যোগ

রাজধানী ঢাকার বিপুলসংখ্যক মানুষের জন্য পর্যাপ্ত পাবলিক স্যানিটেশন-ব্যবস্থা নিয়ে উদ্যোগ প্রকাশ করেছেন বিশেষ নাগরিক এবং ভুক্তভোগীরা। রাজধানীর গাবতলী বাস টার্মিনালে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত একটি পাবলিক টয়লেট উদ্বোধনের সময় তারা এ কথা জানান। প্রয়োজনীয় সুবিধা সমন্বিত এ স্থাপনা নির্মাণ করেছে ওয়াটার এইড এবং এই এন্ড এম কনসাস ফাউন্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন (উত্তর)।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অর্থনীতিবিদ ও জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল বারকাত, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মঞ্জুর হোসেন, সুইডেনের রাষ্ট্রদূত অ্যানেলি লিন্ডাহ কেনি, এইচঅ্যান্ডএম কনশানস ফাউন্ডেশনের গ্লোবাল ম্যানেজার হেলেনা থাইবেল এবং ওয়াটার এইডের দেশীয় প্রতিনিধি ড. মো. খায়রুল ইসলাম। ওয়াটার এইডের 'সানরাইজ' প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় সুবিধাসংবলিত এই স্থাপনা নির্মাণ করেছে ঢাকা সিটি করপোরেশন (উত্তর)। এতে সহযোগিতা করে এইচঅ্যান্ডএম কনশানস ফাউন্ডেশন। এই টয়লেটে নারী, পুরুষ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থার পাশাপাশি রয়েছে ব্যবহারকারীদের জন্য লাগেজ লকারেরও ব্যবস্থা। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এসব টয়লেটের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবে একটি পেশাদার পরিচ্ছন্নতা কোম্পানি। জনতা ব্যাংক তাদের সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় আগামী তিন বছর নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঢাকা শহরে সঠিক পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন, পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থার ব্যাপারে স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি নিশ্চিত হোক। ঢাকার নাগরিকদের জন্য যেন সঠিক পানি ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়, এটাই সবার কাম্য। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, নগরীতে ৪৭টি জায়গায় পাবলিক টয়লেট রয়েছে, যেগুলোর বেশির ভাগই ব্যবহারের অনুপযোগী। এর মধ্যে আবার ৩৫টিতে নারী ও শিশুদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। অন্তত ১৬টি পাবলিক টয়লেট এমন জায়গায়, যেখানে পথচারীরা নিরাপদ মনে করেন না। এসব পাবলিক টয়লেটে আবার পানির সরবরাহও খুব নাজুক। পাবলিক স্যানিটেশনের এই অবস্থা নগরীর পরিবেশগত ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে। 'সানরাইজ' প্রকল্পের আওতায় ওয়াটার এইড ঢাকা শহরের পাবলিক টয়লেটগুলো নতুন করে নির্মাণ ও সংস্কার করে আধুনিক স্যানিটেশন নিশ্চিত করবে। এই প্রকল্পে সহায়তা করবে ঢাকা সিটি করপোরেশন। চার বছর মেয়াদি এই প্রকল্পে অর্থায়ন করবে এইচঅ্যান্ডএম কনশানস ফাউন্ডেশন।

পরিকল্পিত মেগা ঢাকা ঃ কতদূর

পরিকল্পনাবিদ আল আমিন

রাজধানী শহর ঢাকার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান ১৯৯৫-২০১৫-এর শেষ স্তর ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) প্রণয়ন ও অনুমোদনের পর আশা করা গিয়েছিল যে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষণ এলাকাগুলি ভূমি দস্যুদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে রেহাই পাবে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পনা নির্দেশিত পথেই পরিচালিত হবে। এখানে উল্লেখ্য যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন ৫৯০ বর্গমাইলের পুরোটাই শহর হয়ে যাবে না। এখানে থাকতে হবে বাৎসরিক বন্যা প্রবাহ এলাকা, যেখানে এমন কোন উন্নয়ন করা যাবে না যা বন্যার পানি প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে, এখানে থাকতে হবে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এলাকা যা বৃষ্টির পানি ধারণ করবে যাতে নিষ্কাশনের আগে শহরে জলাবদ্ধতা না হয়, খাদ্য নিরাপত্তার জন্য থাকতে হবে কৃষি জমি এবং শহরের প্রাত্যহিক ব্যবহৃত পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রাকৃতিক খাল ও নিচু জায়গাগুলি থাকবে সকল প্রকার ভরাট মুক্ত। ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান-এ মৌজা ম্যাপে দাগ নম্বর উল্লেখ করে বিভিন্ন ভূমি ব্যবহার এলাকা নির্দিষ্ট করে দেখানো হয়েছে। ভূমি ব্যবহার জোন অনুযায়ী রাজউক নিয়ন্ত্রণাধীন প্রায় ৩,৫৫,০০০ (তিন লক্ষ্য পঞ্চান্ন হাজার) একর এলাকার প্রায় ৮১,০০০ (একাশি হাজার) একর কৃষি জমি, প্রায় ৭৫,০০০ (পচাত্তর হাজার) একর বন্যা প্রবাহ অঞ্চল আর প্রায় ৫,৫০০ (পাঁচ হাজার পাঁচ শত) একর জলাধার হিসেবে চিহ্নিত । এগুলি সংরক্ষিত এলাকা, যার ব্যবহার পরিবর্তন বিপর্যয় ডেকে আনবে। এ ছাড়া এগুলির ব্যবহার পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। কারণ অন্যান্য ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত জমি নির্দিষ্ট করা আছে ।

যেমন নগর আবাসিক এলাকার জন্য প্রায় ৬৬,০০০ (ছেষট্টি হাজার) একর নির্দিষ্ট করা আছে। ড্যাপ অবলম্বনে একর প্রতি জন ঘনত্ব ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) জন ধরা হয় তা হলে এই পরিমাণ জায়গায় ১,৬৫,০০০০০ (এক কোটি পয়ষট্টি লক্ষ) জনের স্থান সংকুলান হয়। এটাই কিন্তু শেষ নয় । গ্রামীণ বসতি হিসেবে নির্দিষ্ট আছে প্রায় ৩৬,০০০ (ছত্রিশ হাজার) একর জমি। এই পরিমাণ জায়গায় একর প্রতি ৯০ (নব্বই) জন হিসেবে প্রায় ৩২,০০০০০ (বত্রিশ লক্ষ) লোকের স্থান সংকুলান হতে পারে। পূর্বাচল ও ঝিলমিলকে ওভার লে হিসেবে দেখানো হয়েছে । আরও আছে উত্তরা তৃতীয় পর্যায় ও উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পের জমি। এসব মিলিয়ে আরও প্রায় ৯,০০০ (নয় হাজার) একর যেখানে স্থান সংকুলান হবে আরও ২২,০০০৫০ (বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ) জনের । দেখা যাচ্ছে সব মিলিয়ে আবাসনের জন্য বরাদ্দকৃত এলাকায় ২,১৯০০০০০ (দুই কোটি উনিশ লক্ষ) লোকের স্থান সংকুলান হতে পারে। তবে বেসরকারি ভূমি উন্নয়ন নীতিমালায় একর প্রতি জন ঘনত্ব ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) জন ধরা হয়েছে। এই হিসাবে আরও অনেক বেশী লোকের সংস্থান হতে পারে। ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যানের প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০১৫ শেষে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার জনসংখ্যা হবে প্রায় ১,৮৪,০০০০০ (এক কোটি চুরাশি লক্ষ) জন। ধারণা করা হয় বর্তমানে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সীমানার ভেতর এক কোটি পঞ্চাশ বা ষাট লক্ষ লোকের বাস যা ২০১৫ নাগাদ ১,৭০,০০০০০ (এক কোটি সত্তর লক্ষ) ছুঁতে পারে। তাহলে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে ২০১৫ সাল নাগাদ উন্নয়নের জন্য বাড়তি জমির প্রয়োজন নেই।

জলাধার হিসেবে চিহ্নিত এলাকাগুলি সংরক্ষণ করা অতীব জরুরী। বিশেষ করে ইস্টার্ণ ফ্রিঞ্জের জলাধার হিসেবে নির্ধারিত এলাকাসমূহ বালু নদীর পশ্চিম তীর থেকে প্রগতি সরণি পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত রাখার চাবি-কাঠি। আমাদের দেশের বৃষ্টিপাতের ধরন এমন যে এখানে অল্প সময়ের প্রবল বৃষ্টিতেই অনেক পানি জমে যায়। বিদ্যমান ড্রেনেজ ব্যবস্থা এই পরিমাণ পানি তাৎক্ষণিকভাবে নিষ্কাশন করতে পারে না। এই পানি নিষ্কাশনের জন্য বাড়তি সময়ের প্রয়োজন হয়। সে জন্য পানি জমা হওয়ার জন্য হিসাব অনুযায়ী জায়গা সংরক্ষণ করতে হয়। ইস্টার্ণ ফ্রিঞ্জ ডিএমডিপি অনুযায়ী ঢাকার অন্যতম প্রধান নিউ আরবান এরিয়া। এই এলাকার পানি নিষ্কাশনের জন্য ১২.৫ শতাংশ জায়গা জলাধার হিসেবে চিহ্নিত করে মৌজা ম্যাপে দাগ নম্বর অনুযায়ী সংরক্ষণের জন্য ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যানে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইস্টার্ণ ফ্রিঞ্জে জলাবদ্ধতা ডিএনডি'র মত প্রকট হতে বেশী সময় লাগবে না যদি না জলাধার হিসেবে চিহ্নিত জায়গাটুকু সংরক্ষণ করা হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই জায়গাটুকু এখন ব্যাপক ভরাট প্রক্রিয়াধীন। ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান অনুমোদন এবং গেজেটে প্রকাশের পর জলাধার হিসেবে চিহ্নিত এলাকাসমূহ ভরাট করা টাউন ইম্প্রুভমেন্ট এ্যাক্ট-১৯৫৩ ও মহানগর, বিভাগীয় শহর, জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন ২০০০ অনুযায়ী সম্পূর্ণ বেআইনি। কিন্তু এই অপকর্মটি জারি রয়েছে। পরিকল্পনাবিদ খ.ম.আনসার হোসেন ও পরিকল্পনাবিদ সাইফুল ইসলাম তাদের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে ইস্টার্ণ ফ্রিঞ্জের জলাধারের প্রায় ৭৭ (সাতাত্তর) শতাংশ ইতোমধ্যে ভরাট করা হয়েছে যার প্রায় ৪০ (চল্লিশ) শতাংশ ভরাট করা হয়েছে ২০১০ সালের জুনে ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান অনুমোদন ও গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর। দেশের অন্যতম বৃহৎ ভূমি উন্নয়নকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বসুন্ধরা এই কাজে সম্পৃক্ত। বসুন্ধরা অবশ্য কেরাণিগঞ্জের বন্যা প্রবাহ জোনের বিরাট এলাকাজুড়ে তাদের রিভার ভিউ প্রকল্পের মাধ্যমে একই অপকর্ম করেছেন। ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যানে কেরাণিগঞ্জের এই এলাকা বন্যা প্রবাহ জোন। ফলে এখানে আবাসন অনুমোদনের কোন সুযোগ নেই।

ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান অনুমোদনের পর তা বাস্তবায়নের জন্য কী কী করতে হবে সে বিষয়ে ড্যাপ

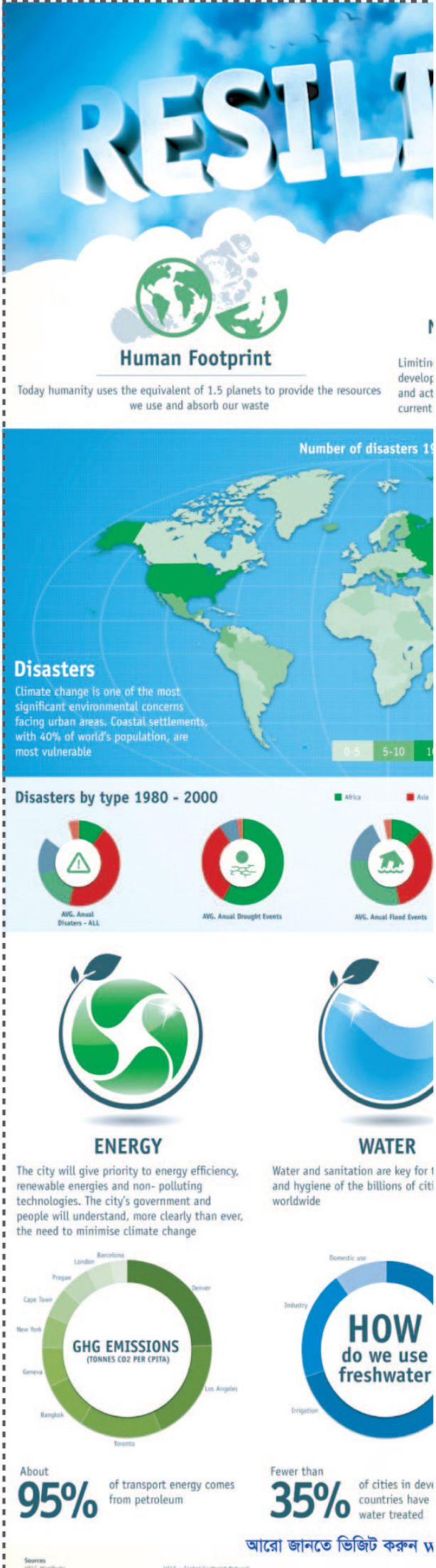

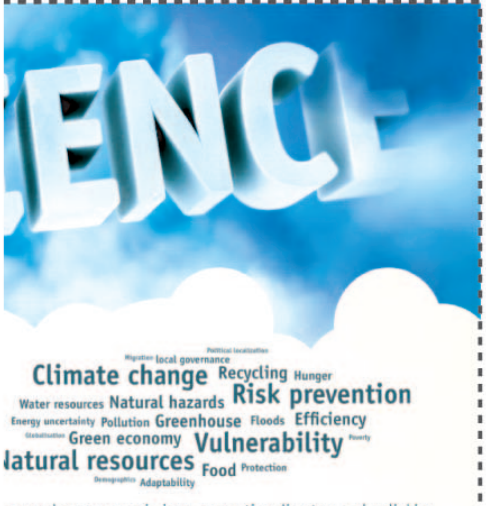

g greenhouse gas emissions, preventing disasters and unlinking
ment from environmental degradation requires leadership, support
ion from local governments. Two Earths will be needed by 2030 if
population and consumption trends continue.

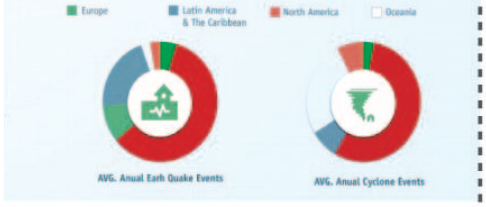

FOOD

he health
zens

The first Millennium Development Goal is eradication of extreme poverty and hunger

loping
their waste

12% or 1 in 8 people are hungry

www.uclg.org

রিপোর্টেই বিস্তারিত বলা হয়েছে। ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যানে মূলত মৌজা ম্যাপে প্লট ভিত্তিতে বিভিন্ন ভূমি ব্যবহার জোনগুলি স্ট্রাকচার প্ল্যানের আলোকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সমস্ত ভূমি ২১টি জোনে ভাগ করে কোন জোনে কি করা যাবে এবং কি করা যাবে না তা স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেহেতু মৌজা ম্যাপে চিহ্নিত হয়েছে এবং জিআইএস প্রযুক্তিতে ডাটা সংরক্ষিত হয়েছে, উন্নয়ন কার্যক্রম প্রণীত পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা খুবই সহজ। শুধু দরকার সদিচ্ছা। ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য কী কী করতে হবে সে বিষয়ে অনুসরণীয় কার্যাদি হিসেবে কিছু দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মূল কাজটি হল ননকমফরমিং ব্যবহারগুলির তালিকা প্রস্তুত করে সেগুলির ব্যবহার ঐ জোনের অনুমোদিত কার্যাদির সঙ্গে সাযুস্যপূর্ণ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা। প্রস্তাবিত বিভিন্ন উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম সংযোগ সড়কগুলির জন্য রাইট অব ওয়ে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ আরেকটি জরুরী কাজ। প্রস্তাবিত এই সংযোগ সড়কসমূহ শহরের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যকর করার মাধ্যম। এই রাইট অব ওয়ে সংরক্ষণ করার জন্য জমি অধিগ্রহণ করার সামর্থ্য আমাদের নেই। অন্য দিকে সামর্থ্য থাকলেও বিপুল সংখ্যক লোক এতে বাস্তুচ্যুত হতে পারে যা কোনভাবেই কাম্য নয়। অথচ রাজধানী শহরকে বেগবান রাখতে এই সড়কগুলি লাগবেই। প্রস্তাবিত এই সড়কগুলির জন্য জমি সংগ্রহের জন্য প্রতিটি এলাকার ভূমি মালিকদের সম্পৃক্ত করে ল্যান্ড রি এডজাস্টমেন্ট অথবা গাইডেড ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট টেকনিক ব্যবহার করতে হবে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের অনেক দেশই এই কৌশল ব্যবহার করছে। আমাদের বাড়ির কাছের নেপালেও এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শহরের পরিকল্পিত বিকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রাজউককে এই কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু রাজউক এই পথেই হাটছে না।

ঢাকা শহরে ভূমি উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ইতোমধ্যে বন্যা প্রবাহ, কৃষিজমি ও সংরক্ষিত জলাধার এলাকায় ভরাট কার্যক্রম চালিয়ে সে জমির আদল পরিবর্তন করে ফেলেছে। ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান অনুমোদিত হওয়ায় এবং মৌজা ম্যাপের দাগ নম্বর নির্দিষ্ট করে জোনিং করার ফলে এগুলি এখন ননকনফমিং ইউজ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তাই এই ভূমি উন্নয়ন কোম্পানিগুলি ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান বাস্তবায়নে বাধা দিচ্ছে এবং ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান-এর বিরুদ্ধে নানবিধ অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এই দলটি এতটাই শক্তিশালী যে সরকার ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান রিভিউ করার জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে আটটি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি অতি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন রিভিউ কমিটি গঠন করেছেন। এই রিভিউ কমিটি ইতোমধ্যে ২টি সভা করেছেন এবং অতি সম্প্রতি তৃতীয় সভাটি কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী উপস্থিত না থাকায় স্থগিত করা হয়েছে। তবে আগের সভা দুটিতে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে তা জানা যায়নি। অন্য দিকে ২০১৫ সালে ডিএমডিপি'র মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। বিধায় পরবর্তী ২০১৬-২০৩৫ সময়ের ২০ বছর মেয়াদী স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রস্তুত করার জন্য সিটি রিজিয়ন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের অধীনে কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি ২০১৬-২০৩৫ সময়ের জন্য ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়নের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। এই দুইটি প্রকল্পের ব্যাপারে কিছু তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি রয়েছে যা অন্য কোন সময় আলোচনা করা যেতে পারে।

ঢাকা শহরে ব্যক্তি উদ্যোগ, বেসরকারি ভূমি উন্নয়ন সংস্থা, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সামরিক বাহিনীসহ অনেকেই ভূমি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত। এই উদ্যোক্তাদের অনেকেই ডিএমডিপি তথা ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান অনুসরণ করে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন না। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকেই প্রথমে নিজ পরিকল্পনা ভঙ্গকারী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তাদের পূর্বাচল ও ঝিলমিল প্রকল্পদ্বয় ডিএমডিপি অনুসরণ করে গ্রহণ করা হয় নি। পূর্বাচল প্রকল্প-এর দরুণ ভূমি উন্নয়ন কার্যক্রম বন্যা প্রবাহ এবং কৃষি জমি হিসেবে জোনিংকৃত এলাকায় ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে। জমিতে বিনিয়োগ অধিক লাভজনক এবং অন্য কোন সেক্টরে বিনিয়োগের সীমিত সুযোগের কারণে জনসাধারণ জমিতে বিনিয়োগ করতেই অধিক উৎসাহী। আর এই জন্য বিশেষ করে বেসরকারি ভূমি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ নির্বিচারে কৃষি জমি ভরাট করে হাউজিং প্রকল্প বাস্তবায়ন করছেন। এই হাউজিংএর সীমানা এখন রাজউক নিয়ন্ত্রিত এলাকার পরিধির বাইরে সম্প্রসারিত হয়েছে। বিশেষ করে পূর্বাচলের পূর্ব দিকে শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব দিকে হাউজিং কার্যক্রম সম্প্রসারণের কারণে বন্যা মুক্ত সেচ সুবিধাসম্পন্ন তিন ফসলি কৃষিজমি আবাসনের থাবায় ধ্বংসের সম্মুখীন। অথচ এত জমি আবাসনের জন্য প্রয়োজন আছে কিনা এবং সারা বাংলাদেশের সকল নাগরিকই ঢাকাবাসী হয়ে যাবেন কিনা সে বিষয়ে গভীরভাবে ভাবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক একটি সংবাদে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২০ কোটিতে পৌছে স্থিতিশীল হতে পারে। এখন প্রশ্ন হল রাজধানী ঢাকার জনসংখ্যা কত হওয়া উচিত বা দেশের জনসংখ্যার কত শতাংশ রাজধানী শহরে বসবাস করবে। এই বিষয়টির মিমাংসা অতীব জরুরী। কারণ সাধারণত রাজধানী শহরের জন্য জাতীয় সম্পদের disproportionate অংশ বরাদ্দ নিয়ে নেয়া হয়। যা বিশাল জনগোষ্ঠীকে রাজধানী শহরে অভিবাসন করতে উদ্বুদ্ধ করে। পরিণতিতে রাজধানীতে ঘটে জনবিস্ফোরণ, দুঃসহ যানজট সৃষ্টি হয়, জমির দাম আকাশ ছোঁয়া উচ্চতায় উঠে যায়, শহরের পরিধি এতটাই বিস্তৃত হয় যে সর্বক্ষেত্রে চূড়ান্ত অব্যবস্থা অনিবার্য হয়ে যায়, প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধা প্রদান অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তাই জনজীবন হয়ে যায় নিত্য যাতনাময়। এই অবস্থার জন্য মূলত দায়ী জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনাহীনতা। আমরা এখনও ঠিক করতে পারিনি জাতীয় অর্থনীতিতে রাজধানী শহর ও অন্যান্য শহরগুলি কী ভূমিকা পালন করবে। ঢাকা জাতীয় অর্থনীতিতে অনেক বড় অবদান রাখছে এবং দেশের জিডিপির ১৩ শতাংশ ঢাকার অবদান - এই যদি আমাদের সন্তুষ্টির কারণ হয় তাহলে বলার কিছু নেই। সে ক্ষেত্রে বিশ্বের বাসযোগ্য নগর তালিকার দ্বিতীয় সর্বনিম্ন মানের শহরের গর্বিত অংশীদারের কালিমা কখনই মুছবার নয়।

নগর পরিকল্পনাবিদ ও গ্রন্থাগার সংগঠক
mototomonj@yahoo.com

Decentralized Waste Water Treatment System

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ১১ নং ওয়ার্ডের খালিশপুর পিপলস পাঁচতলা কলোনী পরিবেশগত স্বাস্থ্য সংরক্ষণে নবলোক প্রচেষ্টা

খুলনা বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম মহানগরী যা ভৈরব ও রূপসা নদীর তীরে অবস্থিত। ৪৭ বর্গকিমি আয়তনের এ মহানগরীতে প্রায় ১.৬ মিলিয়ন জনসংখ্যার বসবাস। অধিকতর এ জনসংখ্যার সার্বিক চাহিদা পূরনে দেশের দক্ষিণভাগে অবস্থিত এ শহরের পরিধি স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে অতিদ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে ঠিকই তবে তা সঠিক পরিকল্পনা ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক ভুমিকা রাখতে পারছে না। আবার নগরবাসীদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নে সরকার কর্তৃক প্রদানকৃত নাগরিক সেবাসমূহ সাধারনের দোড়গোড়ায় পৌছে দেয়াও সম্ভব হচ্ছেনা। ফলে জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন যেমন ব্যাহত হচ্ছে তেমনি পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাবও পড়ছে আশঙ্কাজনকহারে। বিশ্বায়নের এ যুগে এ চিত্রের সাথে অনুন্নত দেশসমুহের পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশসমূহও কম-বেশী পরিচিত। ক্রমবর্ধমান এ আশঙ্কা থেকে পরিত্রান পাওয়ার লক্ষ্যে জাতিসংঘ তার সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় বিশ্ব পরিবেশকে অধিকতর গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে। আর তাই বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের স্থায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে নানামুখী কর্মকান্ড। খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত ১১ নং ওয়ার্ডের খালিশপুর অঞ্চলে পিপলস পাঁচতলা কলোনী অবস্থিত। এখানে বসবাসকারী অধিকাংশ জনগনই মিলের শ্রমিক। প্রায় তিন দশক যাবৎ বসবাসকারী ৭২০টি পরিবার এখানে মারাত্মক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশসহ মানবেতর জীবন-যাপ করছেন। ফলে প্রতিনিয়ত তারা স্বাস্থ্যগতভাবে, অর্থনৈতিকভাবে ও সামাজিকভাবে ক্ষতির স্বীকার হচ্ছেন। এমতাবস্থায় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কিঞ্চিত অবদান রাখতে ও উক্ত এলাকার পরিবেশের উন্নতিকল্পে নবলোক স্যানিটেশন সংক্রান্ত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে। পাঁচতলা কলোনীর মানব বর্জ্যর অব্যবস্থাপনার কারণে সৃষ্ট বর্তমান পরিস্থিতির ফলে পরিবেশের উপর কি প্রভাব পড়ছে তার একটি জরিপ কার্যক্রম খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় করা হয়েছে। এ জরিপের মাধ্যমে এখানে প্রতিনিয়ত সৃষ্ট বর্জ্য পানির দূষিত উপাদানসমূহ বিভিন্ন প্যারামিটারে দেখান হয়েছে। সেপটিক ট্যাংকের বাহির থেকে নির্গত পানি পরীক্ষা করে বিওডির পরিমান পাওয়া গেছে ৭৫০ থেকে ৯০০ এবং সেপটিক ট্যাংকের ইনলেটের পানি পরীক্ষা করে বিওডি এর পরিমান পাওয়া গেছে ৪৮০০ যা পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে বর্জ্য পানিতে বিওডির পরিমান ৩০ এর নীচে না হলে তা স্যুয়ারেজ লাইনের সাথে সংযুক্ত না করার জন্য আইনগত বিধান রয়েছে।

পাঁচতলা কলোনীতে স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা, সেপটিক ট্যাংক ও ল্যাট্রিনের পাইপলাইন নেটওয়ার্কিং না থাকায় এ দূষিত পানি ও মল সরাসরি ড্রেনসহ লোকালয়ে জমা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা এর ফলে পরিবেশ দূষনের হার কমাতে ক্ষতিকর বিওডি এর পরিমান কমানোর প্রতি গুরুত্ব দেন। পিপলস পাঁচতলা কলোনীর ৮টি বিল্ডিং এর মধ্যে ৪টি বিল্ডিং এ খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অনুমোদনে Decentralized Waste Water Treatment System স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরই মধ্যে ২টি বিল্ডিং এ DEWATS এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং একটির কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে।

এ কার্যক্রমের ফলে ১৬৫ টি পরিবারের ৬৮০ জন লোকের জন্য ৪০ টি ল্যাট্রিন স্বাস্থ্যসম্মত করা হয়েছে এবং প্রত্যক্ষভাবে তারা স্যানিটেশন সুবিধা পাচ্ছে। এসব ল্যাট্রিনের সেপটিক ট্যাংকের পানি সরাসরি ড্রেনে না পড়ে প্লান্টের মাধ্যমে ট্রিটমেন্ট হয়ে ড্রেনে যাচ্ছে ফলে এলাকার পরিবেশ দূষন রোধে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে। এই প্লান্টের মাধ্যমে বিওডির পরিমান ৫০ এর নীচে নামানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছিল যা সফলভাবে কাজ করছে এবং বিওডির গড় পরিমান এখন ৩৫। আউটলেটে বিওডির পাশাপাশি সিওডি, টিএসএস, টিডিএস, ফিকল কলিফর্ম, অয়েল ও গ্রিজ, ডিও, ফসফেট, নাইট্রেট, পিএইচ ও তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হয় এবং পরিক্ষীত মান বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দিষ্ট মানদন্ডের নীচে রয়েছে।

পূর্বের ল্যাট্রিনের অবস্থা

সংস্কারের কাজ চলাকালীন সময়ে

ফিল্টার বেড এবং পলিসিং পন্ড

ট্রিটমেন্ট এর পর

পরীক্ষার নাম	বিওডি	সিওডি	পিএইচ	টিএসএস	টিডিএস	ফিকল কলিফর্ম	ডিও	ফসফেট	নাইট্রেট
অন্তর্নালী/প্রবেশ ফলাফল	৫১০	১৯২০	৬.৭	১৪৫০	১৭৮০	১১০০	১.৩৫	৬৩.৪	১৮.৯
বহির্নালী/নির্গমন ফলাফল	৩৩.২	৩২০	৬.৬	৯০	১০৯০	৩০০	০.৮৯	৩৪.৭	৩.১

Decentralized Waste Water Treatment System (DEWATS)আমাদের বাংলাদেশের জন্য পরিক্ষীত, সময়োপযোগী, অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয় একটি ট্রিটমেন্ট সিস্টেম যা সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত করে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হতে পারে। বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসাবে নবলোক খুলনা মহানগরীসহ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পরিবেশ সুরক্ষার জন্য যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

কাজী ওয়াহিদুজ্জামান, প্রধান নির্বাহী, নবলোক।
nabolok@nabolokbd.org

চুয়েটের নগর পরিকল্পনা দিবস পালন

পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে বসবাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়ার আহবান

বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালা ও উৎসমুখর পরিবেশের বিবার চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (চুয়েট) নগর পরিকল্পনা দিবস উদযাপিত হয়। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ' বাসযোগ্য বাংলাদেশের জন্য নগর পরিকল্পনা' । এ উপলক্ষে 'পরিকল্পিত চট্টগ্রাম ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। চুয়েটের ইউআরপি'র বিভাগীয় প্রধান সুলতান মোহাম্মদ ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়েটের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম। গোলটেবিল বৈঠকে মূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকৌশলী পরিকল্পনাবিদ এম আলী আশরাফ। এতে বক্তারা বলেন, পরিকল্পিত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে টেকসই ও আধুনিক পরিকল্পনা জরুরী। দূর্যোগপূর্ণ বাংলাদেশে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন করতে পরিকল্পনাবিদদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। চুয়েটের আরবান এন্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং বিভাগকে মান সম্পন্ন পরিকল্পনাবিদ তৈরীর জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে। এর সুফল জাতি পাবে। পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে বসবাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়ার আহবান জানান বক্তারা। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব প্লানারস এর সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর আক্তার মাহমুদ, বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের সভাপতি প্রকৌশলী ও পরিকল্পনাবীদ এম আলী আশরাফ, চুয়েটের স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষের ডীন প্রফেসর ড. মোঃ হযরত আলী ও 'ইউআরপিওডে-২০১৪' উদযাপন কমিটির আহবায়ক ও ইউআরপি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ রাশিদুল হাসান। দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যে ছিল ইউআরপি'র প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের বরণ ও শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের বিদায়, স্মৃতিচারণপর্ব, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ইত্যাদি।

স্ট্রেংদেনিং পৌরসভা গর্ভনেন্স প্রজেক্ট (SPGP) এর কর্মসূচীর আওতায় ৩১ জন মেয়র এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের ৯ জন কর্মকর্তা জাপান সফরের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করার আগে এক ব্রিফিং মিটিং-এ অংশগ্রহন করেন। এ সময় বাংলাদেশ এবং জাপানের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিভিন্ন তুলনামূলক বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ-এর মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন এখন iPhone এবং Windows ফোনে

মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পুলিশের বিভিন্ন সেবাকে জনগনের আরও কাছে পৌছে দিতে গত ১৪ই জানুয়ারি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করেছিল Dhaka Metropolitan Police নামে একটি স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশন। শুরুতে শুধু এন্ড্রয়েড প্লাটফর্মের সকল মোবাইল ফোনে এটি ব্যবহার করা যেত। বর্তমানে iPhone ও Windows মোবাইল সেটেও এই অ্যাপ্লিকেশন সুবিধা পাওয়া যাবে। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের জন্য এই এন্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনটি তৈরি করে দিয়েছেন বাংলাদেশের তরুণ দুই কম্পিউটার প্রকৌশলী মো. তারিক মাহমুদ এবং মনসুর হোসেন তন্ময়। যে কেউ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে নিচের ঠিকানা থেকে এটি ডাউনলোড করতে পারবেন। ডাউনলোড লিংক: http://goo.gl/UkdJoZ অ্যাপ্লিকেশনটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে ফেসবুকের এই পেইজ থেকে এবং আগ্রহীরা এখানে সরাসরি নির্মাতাদের সাথে কথা বলার এবং বিভিন্ন মতামত শেয়ার করারও সুযোগ পাবেন: https://www.facebook.com/mobileappofdmp

ডিএমপি'র মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে নিম্নলিখিত সেবাসমূহ পাবেনঃ

১) ঢাকার সকল থানার ওসি এবং ডিউটি অফিসারের নম্বর সহ এতে রয়েছে প্রতিটি থানার ঠিকানা এবং ম্যাপ।

২) এই অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে ঢাকার যে কোন স্থান থেকে আপনি আপনার সবচেয়ে কাছের থানাটি সহজেই খুঁজে বের করতে পারবেন; সেই সাথে গুগল ম্যাপে আপনাকে সেই থানায় যাওয়ার পথও দেখিয়ে দেবে এটি।

৩) ডিএমপির ফেসবুক পেইজে সহজেই যে কোন পোস্ট বা মেসেজ দেয়ার জন্যে এতে রয়েছে একটি 'ফেসবুক বাটন' যা আপনাকে সরাসরি ডিএমপির সর্বশেষ তথ্য ও সেবা সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে।

৪) জরুরী প্রয়োজনে ডিএমপির ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত সংগ্রহ এবং এ সম্পর্কিতে অন্যান্য তথ্য জানার জন্যে এতে সংযোজন করা হয়েছে একটা 'ব্লাড বাটন'

৫) ডিএমপির নারী-সহায়তা বিভাগের বিভিন্ন সেবা পাওয়ার জন্য আপনি ব্যবহার করতে পারেন 'নারী বাটন'টি।

৬) এছাড়াও ডিএমপি-ম্যাপ থেকে খুব সহজেই আপনি যে কোন থানার অবস্থান ছবি তুলে পাঠাতে পারবেন আপনার কোন বন্ধু বা নিকটজনকে।

৭) জরুরী প্রয়োজনে এই অ্যাপ্লিকেশনে থাকা যে কোন ফোন নম্বর আপনার কোন বন্ধুকে এসএমএস করতে পারবেন মাত্র এক ক্লিকেই। হঠাৎ রাস্তায় ঘটা কোন দুর্ঘটনায় ডিএমপির হটলাইনে জানানোর জন্যে এতে রয়েছে একটি 'কুইক কনটাক্ট বাটন' যা ব্যবহার করে সহজেই ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশকে যে কোন তথ্য দেয়া যাবে সরাসরি ফোনে বা ইমেইলে।

৮) কোন অপরাধী সম্পর্কে পুলিশকে কোন তথ্য দেয়া বা ছবি পাঠানো কিংবা আপনার এলাকার কোন অপরাধ পুলিশকে জানাতে এখন আর কষ্ট করে থানায় আসতে হবে না, মাত্র একটি ক্লিকই যথেষ্ট।

৯) এছাড়াও এই অ্যাপ্লিকেশনটিতে ডিএমপির বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেয়া হয়েছে।

১০) এই অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে যাবে বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৪ উদযাপন উপলক্ষে জামালপুর পৌরসভার জনসচেতনতামূলক প্রচারণা

পরিবেশ বিষয়ক শ্লোগান প্রতিযোগিতা ২০১৪-এর ফলাফল (শ্লোগান এবং বিজয়ী প্রতিযোগীর নাম)

- বায়ু মাটি পানি দূষণে আয়ু কমে দিন দিন — সায়মা আফরিন
- জেগেছে বিশ্ব জেগেছে দেশ গড়বো দূষণমুক্ত পরিবেশ — মোঃ আনোয়ার সাদ্দাত
- পৃথিবী একটাই দূষণমুক্ত পরিবেশ চাই — মারজান ইসলাম ইমি
- হাজার নদীর বাংলাদেশ নদী মরলে সবই শেষ — মোঃ কামরুল ইসলাম
- শিল্পবর্জ্যের অভিশাপ ইটিপি-তে হবে সাফ। — মোঃ মাজাহারুল ইসলাম খান

ময়মনসিংহে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে মাটি এনজিও আয়োজিত ২ দিন ব্যাপি সাইকেল ক্যাম্পেইন (১৮ থেকে ১৯ মে, ২০১৪) উদ্বোধন করছেন মেয়র মোঃ ইকরামুল হক টিটু

নোটিশ বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, প্লট নং-ই/১৬, আগারগাঁও
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.doe-bd.org

স্মারক নং-পরিবেশ/বায়ুমান ব্যবস্থাপনা/ইটভাটা-২৮/২০১১/০৬ তারিখ ঃ ২৬/০৯/১৪২০ বঙ্গাব্দ / ০৮/০১/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

গণবিজ্ঞপ্তি

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ১৩.১০.২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পবম/পরিবেশ-৩ (ইভানী)-০২/২০০৮/১৩৩০ নম্বর স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্সংগে গণবিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচার করা হলো।

প্রজ্ঞাপন

ইট পোড়ানো (সংশোধন) আইন, ২০০১ এর ৩(৫) ধারা অনুযায়ী দেশের সকল নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা অথবা সম্প্রসারিত সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা এর বর্ধিতাংশে ইটভাটা (যদি থাকে) পরিবেশ ও মন্ত্রণালয়ের ১৩-১১-২০১৩ তারিখের পবম/পরিবেশ-৩/৯/ইভাঅ-০১/২০১২/৭৮৬ নম্বর স্মারকের অনুবৃত্তিক্রমে আগামী ৩০ জুন, ২০১৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে বন্ধ অথবা অন্যত্র স্থানান্তর করার নির্দেশ প্রদান করা হলো।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ ভবন, প্লট নং-ই/১৬, আগারগাঁও
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.doe-bd.org

নং-পরিবেশ/প্রচার/বিপদি-১২(চিত্রাঃ প্রতিঃ)/০৫/২০১১/১১৫ তারিখ ঃ ০৮/০২/১৪২১ / ২২/০৫/২০১৪

বিষয় ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার ফলাফল।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মে ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নরূপ ঃ-

গ্রুপ		বিজয়ী প্রতিযোগীর নাম	ঠিকানা	মেধাক্রম
ক-গ্রুপ	১	আয়ান সরকার নীল	ট-৩৭, মধ্য বাড্ডা, লিংক রোড, ঢাকা।	শ্রেষ্ঠ
	২	মেহেরুবা খানম	১/৩, ২য় তলা, লালবাগ রোড, ঢাকা-১২১১	উত্তম
	৩	সৈয়দ আরবার বিন কায়েস (রাঈদ)	১৯৫/১, রায়ের বাজার, ছাতা মসজিদ লেন, পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।	উত্তম
	৪	জয়া সরকার	১৩৪, ক্রিসেন্ট রোড, কাঁঠাল বাগান, ঢাকা।	উত্তম
খ-গ্রুপ	১	নুসরাত জাহানা নোহা	১৮/১, চৌধুরী ভিলা, তেজগাঁও, ঢাকা।	শ্রেষ্ঠ
	২	জান্নাতুল আরবী (প্রিয়া)	১৩/১/বি/এ, কে. এম. দাস লেন, গোলাপবাগ, ঢাকা।	উত্তম
	৩	তাসনুভা শাহরীন (বিনীতা)	৪০/৪৪-এ, ডুরি আব্দুল লেন, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।	উত্তম
	৪	ঋত কানুন গুহ	রোড-০৩, বাসা-৪৩০, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা।	উত্তম
গ-গ্রুপ	১	সানজানা শাকিনা আহমেদ	৬৮/এ/১, সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা।	শ্রেষ্ঠ
	২	আমরিন শাহরিয়ার	৯৮, আর. সি. সি. রোড, আরমানিটোলা, ঢাকা।	উত্তম
	৩	নীতু সাহা	৩৯, ললিত মোহন দাস লেন, পিলখানা, ঢাকা।	উত্তম
	৪	প্রনব কুমার	আর/১৯, নুরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	উত্তম

পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ হতে বিজয়ী শিশু-কিশোরদের অভিনন্দন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের তারিখ ও সময় সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে জানানো হবে।

rainwaterconvention.org

ফেসবুক কর্নার

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম এর ফেসবুক পেইজে Like দিন এবং নগরায়ণ সম্পর্কিত আপনার মূল্যবান মতামত প্রদান করুন
www.facebook.com/BangladeshUrbanForum

UNEP — Raise your voice not the sea level

World Environment Day
5 June

বাংলা প্রতিপাদ্য ঃ হতে হবে সোচ্চার, সাগরের উচ্চতা বাড়াবোনা আর

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের টেকসই উন্নয়ণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কি কি জানতে ভিজিট করুন goo.gl/CnSisW

ESCAP

#sustdevAP #post2015 #APFSD । আপনিও আপনার মতামত জানাতে পারেন ।

নগর দারিদ্র নিরসন কর্মসূচী (ইউপিপিআর) সম্প্রতি ১২টি শহরে জরিপ পরিচালনা করে। এরই উপর ভিত্তি করে 'মাল্টিডাইমেনশনাল পোভার্টি ইন আরবান বাংলাদেশ' শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনের বিস্তারিত জানতে ডাউনলোড করুন : www.upprbd.org/download.aspx? name=19-ATTPUB...pdf

সিংগাপুরে ১-৪ জুন, ২০১৪ তারিখে ওয়ার্ল্ড সিটিজ সামিট ২০১৪ অনুষ্ঠিত হল। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল - 'লিভেবল এন্ড সাসটেইনেবল সিটিজ: কমন চ্যালেঞ্জেস, শেয়ারড সল্যুশনস'। বিস্তারিত জানতে পারেন এই লিংক থেকে -http://www.worldcitiessummit.com.sg/

Bangladesh Summit on Sustainable Development 2014
mission for 100 years
17-19 August, Dhaka, Bangladesh

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন
http://bangladeshsummit.org

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম

উন্নয়ণ সহযোগী সংস্থার আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে, গত ৫-১১ এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত মেডেলিন, কলম্বিয়ায় অনুষ্ঠিত ৭ম ওয়ার্ল্ড আরবান ফোরাম-এ স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহন পরবর্তী অভিজ্ঞতা/ মতবিনিময় সভা আগামী ১৮.০৬.২০১৪ খ্রিঃ তারিখ বুধবার সকাল ১০.৩০ টায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে আইডিবি ভবন, ৩য় তলা (মিটিং রুম ১), আগারগাঁও, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে ।

"উই টেল"- নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী (ইউপিপিআর) এর আয়োজনে কম্যুনিটি'র সদস্যদের অংশগ্রহনে ছবি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় । ইউএনডিপি এবং ইউকেএইড এর যৌথ আয়োজনে কম্যুনিটি'র সদস্যদের তোলা ছবি নিয়ে "উই টেল" শীর্ষক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় ।